INDIGENOUS NAVIGATOR

Data by and for Indigenous Peoples

KAPAEENG Foundation

অন্তর্নিহিত অবস্থা থেকে পদক্ষেপ গ্রহণ পর্যন্ত

বাংলাদেশে আদিবাসীদের অধিকারের জন্য অ্যাডভোকেসী করা

১. সূচনা

সরকারি দলিলপত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের আদিবাসীদের অধিকার, আর্থ-সামাজিক সমস্যা এবং রাজনৈতিক চিত্র সঠিক পথে পরিচালনা করা বা বুঝতে পারা কষ্টকর। আদিবাসীরা প্রান্তিক অবস্থানে থাকে এবং নীতিমালায় আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বের অভাব রয়েছে। সরকারি দলিলপত্রগুলো প্রায়ই তাদের সূক্ষ্ম সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়। আদমশুমারির তথ্য এবং সম্প্রদায়ের দাবির মধ্যে অমিল বিদ্যমান রয়েছে। এটি সঠিকভাবে আদিবাসীদের বাস্তবতাকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে সরকারি দলিলপত্রের সীমাবদ্ধতাকে তুলে ধরে। বিশ্বব্যাপী অনেক আদিবাসী সম্প্রদায় একই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়। আদিবাসী নেভিগেটরের উদ্যোগগুলো আদিবাসীদের দাবি তুলে ধরার জন্য একটি প্লাটফর্ম প্রদানের মাধ্যমে এই ব্যবধানকে পূরণ করার লক্ষ্য রাখে। স্থানীয় অংশীদার হিসেবে কাপেং ফাউন্ডেশন ২০২৩ সালে ৬টি আদিবাসী সম্প্রদায়ের তথ্য সংগ্রহসহ ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে মোট ৪০টি আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর তথ্য সংগ্রহ করেছে। সর্বশেষ এইসব সম্প্রদায়গুলো হলো ডালু, হদি, খাসি, কন্ড, সাঁওতাল এবং লুসাই।

এই লেখাটি সম্প্রদায় পর্যায়ের এবং জাতীয় পর্যায়ের তথ্যের উপর ভিত্তি করে আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক অধিকার, ভূমি ও সম্পদের অধিকার, আইনি সুরক্ষা, সরকারি বিষয়ে অংশগ্রহণ করা, ন্যায়বিচারের অভিগম্যতা, আন্তঃসীমান্ত মিথস্ক্রিয়া এবং গণমাধ্যম অধিকার, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়ন, শিক্ষায় অভিগম্যতা, স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা, কর্মসংস্থানের অধিকার এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অধিকারের থেকে বর্তমান সমস্যাগুলিকে উন্মোচন করে।

২.১ পরিচয়ের স্বীকৃতি এবং অংশগ্রহণ

আদিবাসীদের পরিচয় স্বীকৃতির বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে জটিল, সরকারি অবস্থানের সাথে বিরোধপূর্ণ। সরকারিভাবে তাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হলেও আইনে তাদের স্বতন্ত্র পরিচয় এবং জমি ও সম্পদের অধিকার স্বীকার করে। ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে আদিবাসীদের ভূমি অধিকার তুলে ধরা হয়েছে, অন্যদিকে আইএলও কনভেনশন ১০৭ সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তিতে আদিবাসীদের সুরক্ষার অঙ্গীকার করা হয়েছে। জাতীয় মূল্যায়নে স্বশাসিত সরকার এবং সাংস্কৃতিক অখণ্ডতাসহ বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্রে বঞ্চনা প্রকাশ করে। যদিও স্থানীয় পর্যায়ে আদিবাসীদের সীমিত স্বীকৃতি বিদ্যমান রয়েছে কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইন সভায় আদিবাসীদের অংশগ্রহণের কোনো ব্যবস্থা নেই।

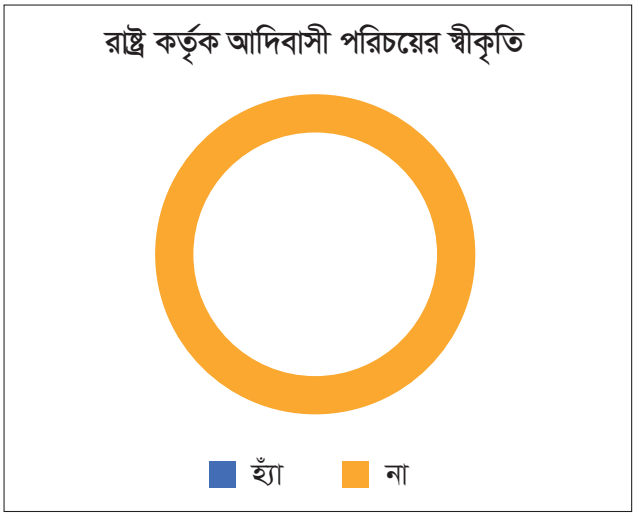

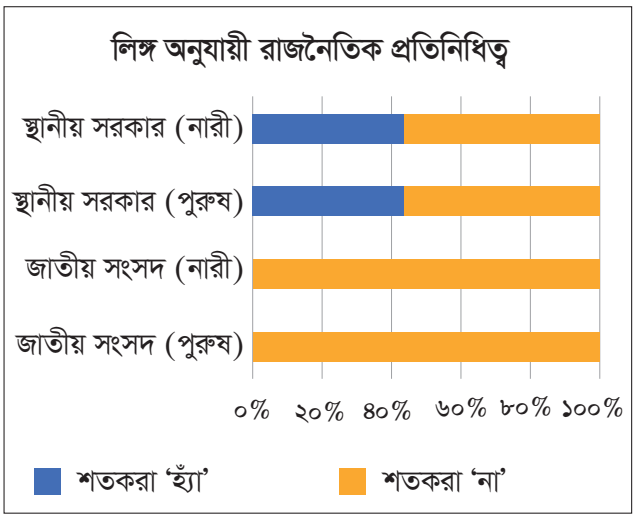

২.২ স্বশাসিত সরকার

বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির কারনে পার্বত্য চট্টগ্রামে নগণ্য স্বীকৃতি ব্যতীত আদিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও স্বশাসনের অধিকারের স্বীকৃতি নেই। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে বিভিন্ন বাধা রয়ে গেছে যেগুলো পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ-এর মতো সংস্থাগুলির কার্যকারিতাকে বাধাগ্রস্থ করে। ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আদিবাসী প্রতিষ্ঠানগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানগুলির অপর্যাপ্ত স্বীকৃতি এবং সরকার ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সীমিত প্রতিনিধিত্বের সাথে আদিবাসীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বাধা রয়েছে।

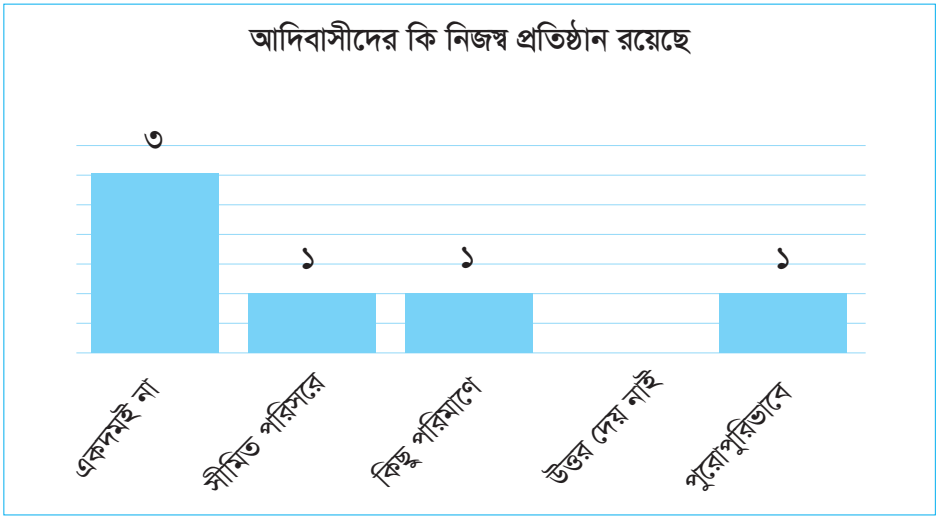

উপরে উল্লেখিত ৬টি দলের মধ্যে পাঁচটি রিপোর্ট করেছে যে পার্বত্য চট্টগ্রামের লুসাই সম্প্রদায় ব্যতীত তাদের আদিবাসী প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্র কর্তৃক সরকারিভাবে স্বীকৃতির অভাব রয়েছে।

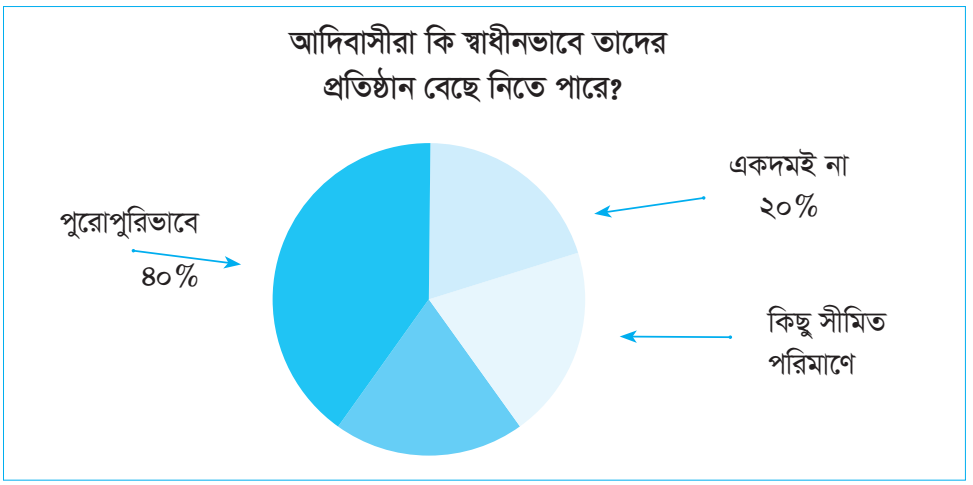

২.৩ পরামর্শ এবং সম্মতি

উপরে উল্লেখিত ছয়টি আদিবাসী সম্প্রদায়ই প্রকল্প অনুমোদনের আগে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে এবং বেশিরভাগই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ধরনের পরামর্শ পায়নি। সরকারের উভয় স্তরের কাছ থেকে কেউ স্বাধীন ও পূর্বাবহিতপূর্বক সম্মতির পরামর্শ পায়নি। দুটি সম্প্রদায় উল্লেখ করেছেন যে তাদের সম্মতি ছাড়াই ক্ষতিকারক প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এইসব ফলাফলগুলি উল্লেখযোগ্য অর্থপূর্ণ পরামর্শ এবং সম্মতির অভাব নির্দেশ করে এবং আরো জোরালো সম্পৃক্তকরণ ও অধিকার সম্মান করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়। এইসব শূন্যস্থান পূরণ করতে এবং ভবিষ্যতে অন্তর্ভুক্তিমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে অ্যাডভোকেসী এবং নীতিগত হস্তক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জাতীয় পর্যায়ের মূল্যায়নে দেখা গেছে, বাংলাদেশের জাতীয় আইন যে কোনো ধরনের আইন গ্রহণ বা আদিবাসীদের জমি, অঞ্চল বা সম্পদকে প্রভাবিত করে এমন প্রকল্প অনুমোদনের আগে আদিবাসীদের সাথে স্বাধীন ও পূর্বাবহিতপূর্বক সম্মতির পরামর্শ করার রাষ্ট্রের কর্তব্যকে স্বীকার করা হয় না। আইনি কাঠামোর এই ঘাটতি আদিবাসী সম্প্রদায়ের সুরক্ষা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় জড়িত থাকার বিষয়ে উদ্বেগ বাড়ায় যা সম্ভাব্য প্রান্তিকতা এবং তাদের জীবন, জমি এবং সম্পদের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সীমান্ত সড়ক নির্মাণ এবং বান্দরবান ও নেত্রকোনা জেলায় পাথর উত্তোলনের মতো উন্নয়নের এই উদ্যোগগুলি আদিবাসীদের স্বাধীন ও পূর্বাবহিতপূর্বক সম্মতি ছাড়াই এগিয়ে যাচ্ছে যা আদিবাসীদের জীবন জীবিকা এবং পরিবেশের উপর উল্লেখযোগ্য হুমকি তৈরি করছে।

২.৪ ভূমি, ভূখন্ড ও সম্পদ

জাতীয় পর্যায়ের প্রশ্নাবলীতে কাপেং ফাউন্ডেশনের গবেষণা দলের প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশের আদিবাসীদের ভূমি অধিকার সংক্রান্ত সমস্যাগুলিকে তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় আইন তাদের সমষ্টিগত ভূমি অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হয়েছে এবং ২০০৮ সাল থেকে তাদের সম্মতি ছাড়াই বেআইনিভাবে বসতি স্থাপন, সম্পদ আহরণ, বাস্তুচ্যুতি এবং সামরিক কার্যকলাপের মতো ঘটনা ঘটছে। উন্নয়ন প্রকল্পের কারনে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতি ব্যাপক, যা ভূমি অধিকার লঙ্ঘনের প্রবণতাকে প্রতিফলিত করে।

“

সম্প্রদায় পর্যায়ের জরিপের অংশ হিসেবে, আদিবাসী সম্প্রদায়গুলিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যা তারা ভূমি বা সম্পদ নিয়ে দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়েছে কিনা এবং তারা ২০০৮ সাল থেকে সম্মতি ছাড়াই বসতি স্থাপন, জমি দখল বা সম্পদ আহরণের মতো ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে কিনা। তিনটি দল ভূমি সমস্যার জটিল প্রকৃতি তুলে ধরে এই ধরনের দ্বন্দ্ব এবং ঘটনা রিপোর্ট করেছে, পক্ষান্তরে বাকি তিনটি দল করেনি।

ভূমি, ভূখন্ড এবং সম্পদের অধিকারের উপর রাষ্ট্রের স্বীকৃতি

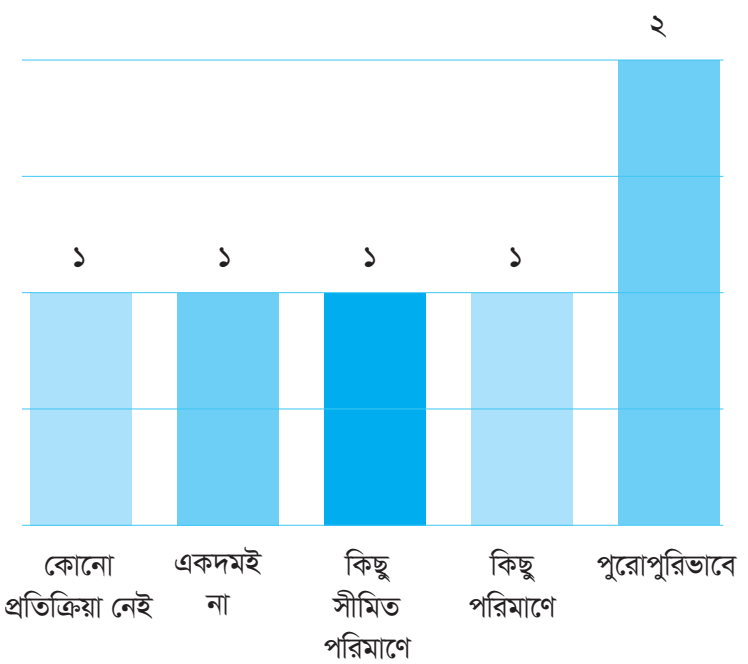

২.৫ মৌলিক অধিকার এবং স্বাধীনতা

উপরে তুলে ধরা ছয়টি সম্প্রদায়কে ২০০৮ সাল থেকে এমন ঘটনা সম্পর্কে জরিপ করা হয়েছিল যেখানে সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষাকারী সদস্যরা নৃশংসতার সম্মুখীন হয়েছিল। কোনো হত্যা বা নির্যাতনের খবর পাওয়া যায়নি। যাইহোক, চারটি সম্প্রদায় মৃত্যুর হুমকির সম্মুখীন হয়েছে, একটি সম্প্রদায় অপহরণের, একটি সম্প্রদায় জোরপূর্বক নিখোঁজ হওয়ার এবং চারটি সম্প্রদায় নির্বিচারভাবে আটকের অভিযোগ করেছে। যদিও কোনো হত্যা ও নির্যাতনের খবর পাওয়া যায় না, কিন্তু অন্যান্য নৃশংসতার উপস্থিতি নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষার ঝুঁকিকে তুলে ধরেছে।

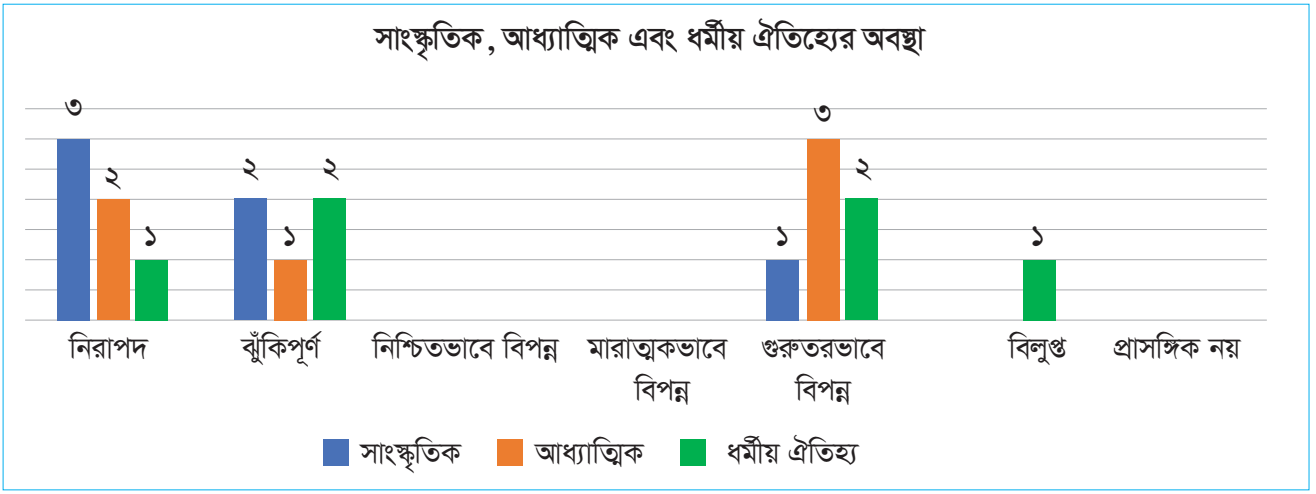

মানবাধিকারের প্রতি বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও, আদিবাসী সম্প্রদায়গুলি ক্রমাগত হুমকির সম্মুখীন হয়, যা একটি জাতীয় মূল্যায়ন থেকে স্পষ্ট। ২০০৮ সাল থেকে তারা তাদের অধিকার রক্ষা করতে গিয়ে হত্যা, হুমকি, অপহরণ এবং নির্যাতনের মতো নৃশংসতা সহ্য করেছে। গ্রেপ্তারের সময় মৃত্যু এবং আহত হওয়ার ঘটনা এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশগুলিকে দমন করার ঘটনাগুলিও মানবাধিকারের লঙ্ঘনগুলিকে তুলে ধরে। বাংলাদেশে আদিবাসী-দের অধিকার রক্ষা এবং আন্তর্জাতিক মান সমুন্নত রাখার জন্য জরুরি পদক্ষেপ প্রয়োজন।

২.৬ ন্যায়বিচারের অভিগম্যতা

জরিপ করা সম্প্রদায়গুলি চক্রাকার আইনি, অর্থনৈতিক, তথ্যগত এবং ভৌগলিক ক্ষেত্রের মধ্যে আন্তঃসংযুক্তি সমস্যার সম্মুখীন হয়। জাতীয় আইনি কাঠামোর মধ্যে অ-স্বীকৃতি, আইনি উপায় সম্পর্কে কম সচেতনতা, আর্থিক সীমাবদ্ধতা, আইনি সহায়তায় সীমিত অভিগম্যতা, ভাষার বাধা, এবং বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানগুলির দূরত্ব ন্যায়বিচারের ন্যায়সঙ্গত অভিগম্যতাকে বাধা দেয়। এই সম্প্রদায়গুলির জন্য ন্যায্য আইনি আশ্রয় নিশ্চিত করার জন্য এই বাধাগুলি মোকাবেলা করা গুরুত্বপূর্ণ।

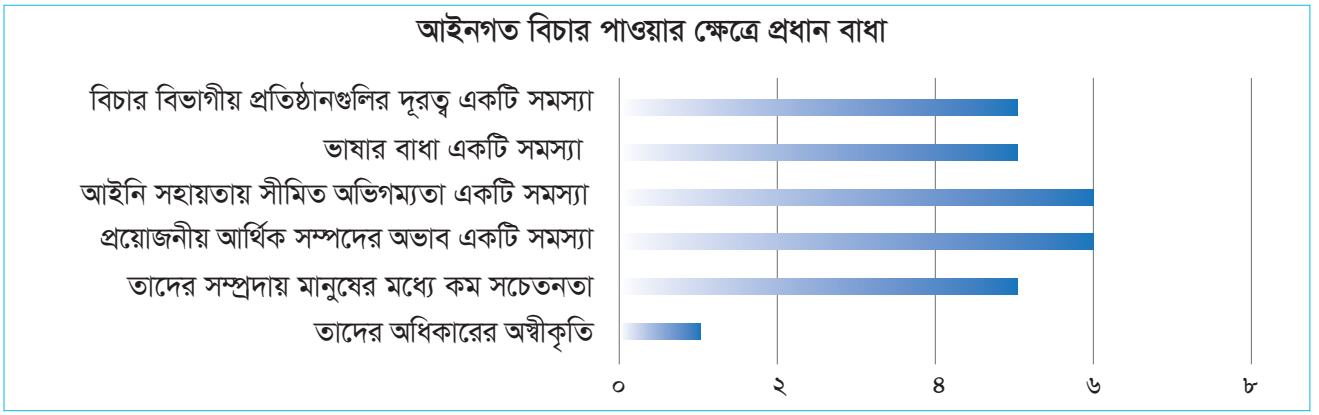

কাপেং ফাউন্ডেশনের মূল্যায়নে আদিবাসীদের আইনি অবস্থার সীমিত স্বীকৃতি প্রকাশিত হয়েছে, আইনে তাদের অধিকার দেয়া হয়েছে কিন্তু প্রথাগত আইন বা ২০০৮ সাল থেকে সমষ্টিগত অধিকার লঙ্ঘনের প্রতিকারের ব্যবস্থা বিবেচনার প্রচুর অভাব রয়েছে। বিচারিক কর্মকর্তাদের জন্য কোনো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়নি, যেটি ন্যায়বিচার এবং অধিকার সুরক্ষায় আদিবাসীদের অভিগম্যতা নিশ্চিত করার ব্যবধানগুলি তুলে ধরে। অধিকন্তু, আদিবাসী জনগণের অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ ঘোষণাপত্র প্রচারের জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলি রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে সচেতনতা অনুপস্থিত।

২.৭ শিক্ষা

সম্প্রদায় পর্যায়ের মূল্যায়নে দেখা গেছে যে, আদিবাসী মেয়েদের তুলনায় আদিবাসী ছেলেদের অংশ-গ্রহণের হার বেশি। দেখা গেছে যে, ছেলেদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় সমাপ্তির হার ছিল বিভিন্ন রকম, যেখানে অধিকাংশ মেয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় শেষ করেছে। অন্যদিকে, মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমাপ্তির হার ছেলেদের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল যা মেয়েদের ক্ষেত্রে ছিল বিভিন্ন রকম। উভয় জেন্ডারের ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষায় ভর্তি উল্লেখযোগ্যভাবে কম ছিল। প্রতিক্রিয়াগুলিতে উচ্চ শিক্ষায় ন্যায়সঙ্গত অভিগমনের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত বাধাগুলিকে নির্দেশ করা হয়েছে।

কাপেং-এর গবেষণায় বাংলাদেশের আদিবাসীদের শিক্ষায় অভিগমনের প্রতিবন্ধকতাকে তুলে ধরা হয়েছে। জাতীয় আইনে তাদের সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত শিক্ষার অধিকার স্বীকার করা হয়। রাষ্ট্রের ন্যায়সঙ্গত শিক্ষার অভিগম্যতা বা দ্বিভাষিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার অভাব রয়েছে। আদিবাসী ভাষায় পাঠ্যপুস্তক তৈরির প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দুর্বল পরিকল্পনার ফলে পাঠ্যপুস্তকগুলো বিতরণে বাধা দেখা দিয়েছে। এই বাধাগুলি বাংলাদেশের আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত শিক্ষার সীমিত অভি-গম্যতাকে আরও খারাপ করে তুলে।

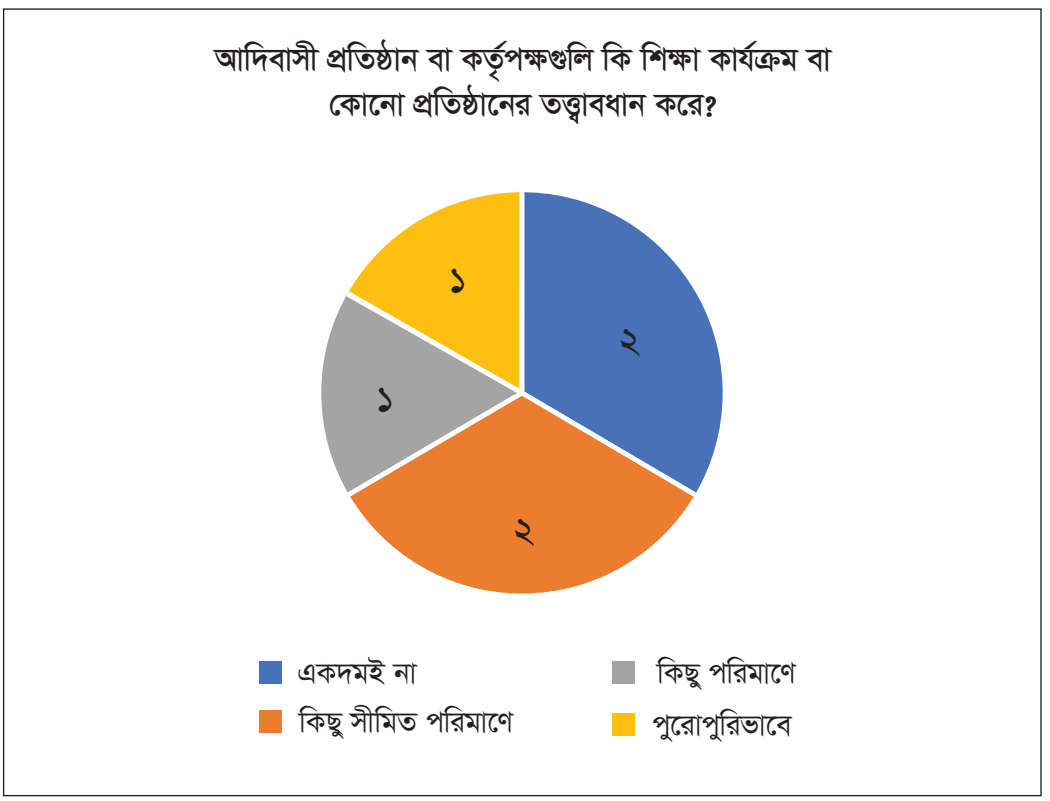

২.৮ স্বাস্থ্য

ডালু এবং হদি সম্প্রদায়ের স্বল্প দূরত্ব এবং কোনো খরচ ছাড়াই সহজলভ্য স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা রয়েছে। সাঁওতাল সম্প্রদায়গুলি দূরত্ব এবং সক্ষমতার দিক থেকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অভিগমনের সুবিধা পায়। যাই হোক, খাসি এবং কন্দ সম্প্রদায় দূরত্ব বা খরচের কারণে সহনীয় বাধার সম্মুখীন হয়, পক্ষান্তরে লুসাই সম্প্রদায় প্রাথমিকভাবে দূরত্ব এবং খরচের কারণে উল্লেখযোগ্য বাধার সম্মুখীন হয়।

আদিবাসী প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষগুলি কি কোনো স্বাস্থ্য কর্মসূচি বা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে?

	একদমই না	কিছু সীমিত পরিমাণে	কিছু পরিমাণে	যথেষ্ট পরিমাণে	পুরোপুরিভাবে
হদি	X	√	X	X	X
খাসি	X	X	X	√	X
কন্ড	X	√	X	X	X
লুসাই	X	X	√	X	X
সাঁওতাল	√	X	X	X	X
ডালু	√	X	X	X	X

জাতীয় আইনগুলিতে তাদের ঐতিহ্যগত স্বাস্থ্য অনুশীলন বজায় রাখার অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয় না এবং এইসব সম্প্রদায়গুলির জন্য উপযোগী স্বাস্থ্য কর্মসূচির যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এইসব অভাব ঐতিহ্যগত স্বাস্থ্য পদ্ধতি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে যা স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে বৈষম্য তৈরি করে। ম্যালেরিয়া এবং হামের প্রাদুর্ভাবের মতো পুনরাবৃত্তিক মহামারিগুলো আরও ভালো স্বাস্থ্যসেবার অবকাঠামো এবং টিকার অভিগমনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। দুঃখজনকভাবে, অপর্যাপ্ত টিকাদান কর্মসূচির ফলশ্রুতি হিসেবে ২০১৭ সালে হামের প্রাদুর্ভাবের কারণে নয়টি আদিবাসী ত্রিপুরা শিশুর মৃত্যু ঘটে।

২.৯ কর্মসংস্থান ও পেশা

অধিকাংশ সম্প্রদায়ের লোকজন বলেছেন যে, উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং সরকারি অনুদান প্রাপ্তিতে তাদের সীমিত সম্পৃক্ততা রয়েছে, যা স্বশাসন এবং আদিবাসীদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা লাভে বাঁধা তৈরি করে। যদিও কোনো কোনো সম্প্রদায় তাদের ভূমি, ভূখন্ড এবং সম্পদ পুরোপুরিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, অন্যদিকে অন্যান্য সম্প্রদায়ের তাদের ভূমি, ভূখন্ড এবং সম্পদের উপর কোনো সম্পৃক্ততা নেই। জলবায়ু পরিবর্তন এবং বাজারে সীমিত প্রবেশাধিকারের মতো বাঁধা থাকা সত্ত্বেও উভয় জেন্ডারের ক্ষেত্রেই ঐতিহ্যগত পেশার গুরুত্ব সামঞ্জস্যপূর্ণ রয়েছে।

আদিবাসী প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষ দ্বারা উন্নয়ন পরিকল্পনা

	একদমই না	কিছু সীমিত পরিমাণে	কিছু পরিমাণে	যথেষ্ট পরিমাণে	পুরোপুরিভাবে
হদি	√	X	X	X	X
খাসি	X	√	X	X	X
কন্ড	X	√	X	X	X
লুসাই	X	√	X	X	X
সাঁওতাল	X	√	X	X	X
ডালু	√	X	X	X	X

কাপেং এর গবেষণায় পাওয়া গেছে যে, বাংলাদেশের আদিবাসীদের জন্য কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক সহায়তার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় আইনে আদিবাসী হিসেবে কর্মসংস্থানে বৈষম্যের ক্ষেত্রে কোনো বিধি-বিধান নেই। উপরন্তু, আদিবাসী যুবকদের কর্মসংস্থান, জোরপূর্বক শিশুশ্রম নির্মূল, উপযোগী বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং দারিদ্রতা হ্রাস এবং সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে আদিবাসীদের জন্য নির্দিষ্ট ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্তিকরণে সরকারের যথেষ্ট উদ্যোগের অভাব রয়েছে।

২.১০ ভাষা

বিশ্লেষণে বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় আদিবাসী ভাষার স্বাক্ষরতা এবং দিকনির্দেশনার একটি উল্লেখযোগ্য অনুপস্থিতি প্রকাশিত হয়েছে, যা সাংস্কৃতিক সংরক্ষণের জন্য একটি উদ্বেগ হয়ে দাঁড়ায়। প্রথাগত শিক্ষা এবং আদিবাসী সংস্কৃতির মধ্যে এই সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নষ্ট হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে। সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং ভাষাগত বৈচিত্র্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে শিক্ষার সাথে আদিবাসী ভাষাকে একীভূত করার জন্য জরুরি হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

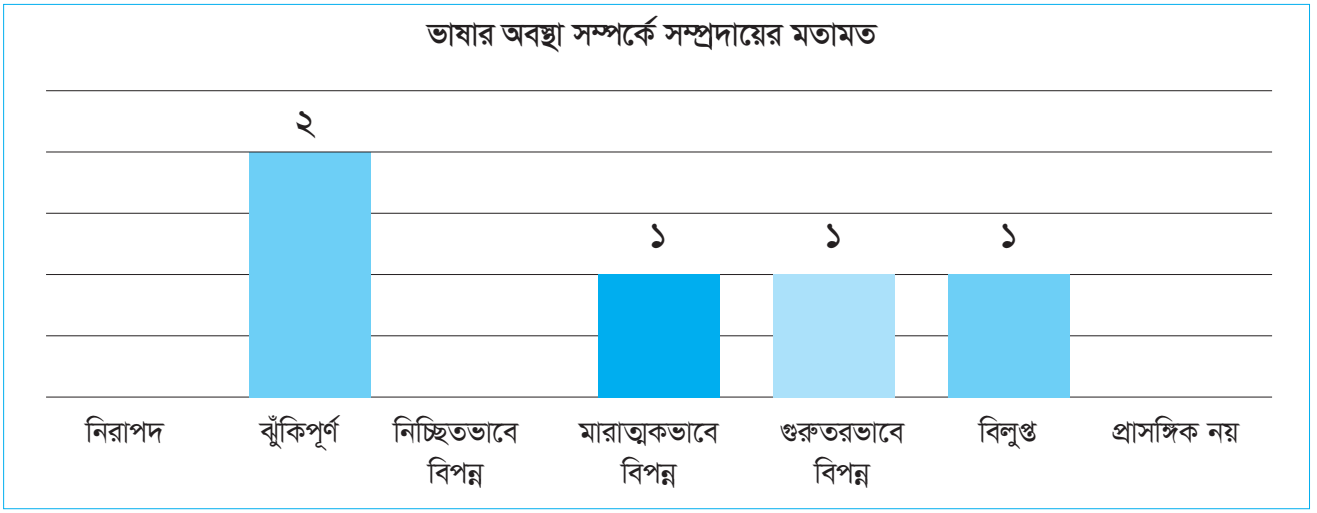

কাপেং এর গবেষণায় দেখা গেছে যে, বাংলাদেশে আদিবাসী ভাষার ব্যবহার নিয়ে বৈষম্য রয়েছে। যদিও রেডিও সম্প্রচারে আদিবাসী ভাষা অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু টিভি এবং ইন্টারনেট পরিষেবায় আদিবাসী ভাষার প্রতিনিধিত্বের অভাব রয়েছে। উপরন্তু, রাস্তার ফলক এবং অফিসিয়াল যোগাযোগের মতো অপরিহার্য ক্ষেত্রে আদিবাসী ভাষাকে উপেক্ষা করা হয়, যা আদিবাসী ভাষাসমূহের স্বীকৃতির অভাববোধকে নির্দেশ করে। সরকারি মর্যাদার অনুপস্থিতি তাদের প্রান্তিক অবস্থাকে আরোও খারাপ করে তুলে, এইসব বৈষম্যগুলি মোকাবেলায় দরকার জরুরি অন্তর্ভুক্তিমূলক ভাষাগত নীতি।

৩. তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং আলোচনা

বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায় এবং জাতীয় পর্যায়ের মূল্যায়নে বাংলাদেশের আদিবাসীরা যেসব বাধার সম্মুখীন হয় সেইগুলো নিয়েই আলোকপাত করা হয়েছে। স্থানীয়ভাবে, সীমিত স্বশাসন ব্যবস্থা উন্নয়ন পরিকল্পনাকে প্রভাবিত করে এবং বৈষম্যের জন্ম দেয়। জাতীয়ভাবে, আইনি ব্যবধান আদিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারকে বাঁধা দেয়, বিশেষ করে সমতল আদিবাসীদের ক্ষেত্রে। ভূমি অধিকার নিয়ে বিরোধের ফলে স্থানচ্যুতি এবং বেদখলের জন্ম দেয়। ক্রমাগত মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রান্তিকটাকে আরোও খারাপ করে তুলে।

উন্নয়ন কেন্দ্রিক বিশ্লেষণ

বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায় এবং জাতীয় পর্যায়ের মূল্যায়নে বাংলাদেশের আদিবাসীদের গুরুত্বপূর্ণ বাঁধাগুলি তুলে ধরা হয়েছে। দারিদ্রতা হ্রাস এবং স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে উন্নয়ন হলেও, আদিবাসী সম্প্রদায়গুলি এখনো প্রান্তিকতার সম্মুখীন হয়। শাসন ব্যবস্থায় স্বীকৃতির অভাব অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে। স্বাধীন ও পূর্বাবহিত সম্মতি ছাড়া আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। অধিকন্তু সরকারি তথ্য ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের তথ্যের মধ্যে একটি তথ্যের ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। যেমন ২০২২ সালের গণ জনশুমারিতে আদিবাসী ডালু জনগোষ্ঠী দেখানো হয়েছে মাত্র ৩৮৬ জন। কিন্তু এ সম্প্রদায়ের লোকজন দাবি করেন যে, তাদের সংখ্যা ১২০০ জনের অধিক। ভূমি অধিকার এবং স্থানচ্যুতির মতো বিষয়গুলি টেকসই উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে, পক্ষান্তরে ন্যায়বিচার এবং স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে বাধাগুলি দারিদ্র চক্রকে স্থায়ী করে। টেকসই এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য এগুলোর সমাধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অধিকার-ভিত্তিক বিশ্লেষণ

আদিবাসীদের জন্য সমান অধিকারের প্রতি বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতির পর্যাপ্ত বাস্তবায়নের অভাব রয়েছে, যা আইনি প্রতিশ্রুতি এবং বাস্তবতার মধ্যে ব্যবধান তৈরি করে। যদিও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মতো উদ্যোগগুলি কিছু সমস্যার সমাধান করেছে, তারপরেও আদিবাসী সম্প্রদায়গুলি এখনও ভূমি অধিকার, ন্যায়বিচারের অভিগম্যতা, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হয়। আন্তর্জাতিক মানের সাথে জাতীয় আইনের সমন্বয়গুলো, বিশেষ করে আদিবাসী অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ ঘোষণাপত্র আদিবাসীদের অধিকার এবং মর্যাদা সমুন্নত রাখতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৪. উপসংহার

বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায় এবং জাতীয় পর্যায়ের মূল্যায়নে বিভিন্ন ক্ষেত্র জুড়ে বাংলাদেশের আদিবাসীরা যেসব বাধার সম্মুখীন হয় সেগুলোই প্রকাশিত হয়েছে। এইসব মূল্যায়নে বাংলাদেশে আদিবাসীদের অধিকার, শাসন এবং উন্নয়নের সমস্যাগুলি মোকাবেলার জন্য পদ্ধতিগত সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান

- আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি নিশ্চিত করুন।
- আদিবাসীদের বিভাজিত তথ্যের/ডাটার বিন্যাস করুন।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় আদিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করুন।
- আদিবাসী সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য তাদেরকে স্বশাসন এবং স্বায়ত্তশাসন প্রদান করুন।
- আদিবাসীদের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আদিবাসীদের স্বাধীন ও পূর্বাবহিত সম্মতি নিশ্চিত করুন।
- আদিবাসীদের ভূমি অধিকার রক্ষা করুন এবং তাদের ভূমি বেদখল প্রতিরোধ করুন।
- ন্যায়বিচারের অভিগম্যতা নিশ্চিত করুন এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য আইনি সহায়তা প্রদান করুন।
- আদিবাসী শিশুদের জন্য মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা চালু করুন।
- আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত নিরাময় পদ্ধতিকে সম্মান করে তাদের স্বাস্থ্যসেবার অভিগম্যতা উন্নত করুন।
- আদিবাসীদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা বৃদ্ধি করুন এবং তাদের ঐতিহ্যগত চিকিৎসা পদ্ধতিকে উৎসাহিত করুন।
- আদিবাসীদের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করুন।
- আদিবাসী ভাষাসমূহ সমৃদ্ধ, সুরক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং উন্নয়ন সহযোগীদের প্রতি আহ্বান

- আদিবাসী অধিকারবিষয়ক জাতিসংঘের ঘোষণাপত্র বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
- আদিবাসী অধিকারের জন্য কূটনৈতিকভাবে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সমর্থন তুলে ধরুন।
- সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্য আদিবাসী ভাষা, শিল্প এবং রীতিনীতি সংরক্ষণে সহায়তা করুন।
- আদিবাসীদের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা তথা তাদের ভূমি, অঞ্চল ও সম্পদের অধিকার উন্নত ও সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ সরকারকে সহযোগিতা প্রদান করা।
- আদিবাসীদের বিরুদ্ধে নির্যাতন ও বিচারহীনতার সংস্কৃতিহ বন্ধ করার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে উৎসাহিত করুন।
- সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জ্ঞান আদান-প্রদান কর্মসূচির মাধ্যমে আদিবাসী সম্প্রদায়কে ক্ষমতায়ন করুন।

মিডিয়া এবং নাগরিক সমাজের প্রতি

- আদিবাসী অধিকার এবং সমস্যা সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য প্রচারণানমূলক কর্মসূচি শুরু করুন।
- আদিবাসী সম্প্রদায়ের চাহিদা এবং সমস্যাগুলোকে মোকাবিলা করার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করুন।
- আদিবাসীদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোর রিপোর্টিং এবং প্রতিবেদন প্রকাশ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় আদিবাসীদের অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে আদিবাসী সংস্থাগুলির সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি করুন।
- মিডিয়া এবং অন্যান্য প্লাটফর্মে আদিবাসীদের ন্যায্য এবং সঠিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে নৈতিক রিপোর্টিং নির্দেশিকা তৈরি এবং প্রয়োগ করুন।

আদিবাসী সংস্থাগুলোর প্রতি

- আদিবাসী অধিকারকে এগিয়ে নিতে নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগে অংশগ্রহণ করুন এবং আন্তর্জাতিকভাবে সহউদ্যোগ গ্রহণ করুন।
- আদিবাসী সম্প্রদায়গুলির চাহিদা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য ডকুমেন্টেশন এবং গবেষণা পরিচালনা করুন।
- আদিবাসীদের সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এবং তাদের কণ্ঠস্বর প্রসারিত করতে নেটওয়ার্কিং বৃদ্ধি করুন এবং মিডিয়ার সাথে যুক্ত হোন।
- আদিবাসী সম্প্রদায়কে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতায়নের জন্য সক্ষমতা-নির্মাণে বিনিয়োগ করুন এবং জ্ঞান আদান-প্রদানের উদ্যোগ প্রসার করুন।
- আদিবাসীদের উপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাসমূহ যথাযথভাবে নথিভুক্ত করুন।

কাপেং ফাউন্ডেশন কর্তৃক এই অ্যাডভোকেসী পেপারটি ২০২৪ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত
ফটো: জয় চাকমা, হিমেল চাকমা, পল্লব চাকমা ও চিংহ্লা মং চাক

যোগাযোগ: কাপেং ফাউন্ডেশন
২৩/২৫ সালমা গার্ডেন, সড়ক # ৪, ব্লক # বি, পিসি কালচার হাউজিং, শেখেরটেক, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন +৮৮ ০২ ২২২ ২৪৩ ২৬৩, E-mail: kapaeeng.foundation@gmail.com, Website : www.kapaeengnet.org

Supported by

EUROPEAN UNION

IWGIA

AIPP

Disclaimer: European Commission are not responsible for any comments, contexts and subjects of this report.